মিথ্যা চক্রান্ত ফাঁস

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

সত্য ও মিথ্যার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সত্য সুগ্রথিত। আর মিথ্যা স্ববিরোধিতায় ভরা বলে ভেঙে পড়ে। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। ২০০২-এ গুজরাত দাঙ্গা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীরা মিথ্যা চক্রান্তের জাল বুনেছিল।

সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসে ২০০২-এর গুজরাতের দাঙ্গা এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। সাবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগে এবং তার পর দাঙ্গায় অনেকে প্রাণ হারান। আহত হন অনেকে এবং প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

এটা খুবই দুঃখের যে, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে চক্রান্ত করে দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য দায়ী করে মামলায় চার্জ গঠন করা হয়েছিল। প্রকৃত সত্য কিন্তু ভিন্ন। দাঙ্গার ঘটনায় প্রতিরোধ ও শাস্তিযোগ্য ধারায় মোট ১০০৪৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ধরপাকড়ের সংখ্যা ভারতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতিগত উত্তেজনার ঘটনায় গ্রেফতারের চেয়ে বেশি। অন্যান্য দাঙ্গার চেয়ে এখানে পুলিশের গুলিতেও মৃত্যু হয় বেশি। দাঙ্গায় পুলিশের হাত থাকার অভিযোগও নস্যাৎ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ৪২৭২টি মামলা রুজু করা হয়। এর মধ্যে ১১৬৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়ে কয়েকশো মানুষের সাজাও হয়। বেশির ক্ষেত্রেই গুজরাত পুলিশই ব্যবস্থা নেয়।

ঘটনার চার বছর পর ২০০৬-এ প্রথম অভিযোগ তুলে বলা হল, অভিযুক্তদের সঙ্গে গুজরাত পুলিশ ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গা বাধিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে ৯টি উল্লেখযোগ্য মামলার তদন্তভার দেয়। প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর ড. আর কে রাঘবনের নেতৃত্বে এই দলে গুজরাত পুলিশ ক্যাডারের কোনও অফিসারকে রাখা হয়নি। সিট মামলার তদন্ত করার পর আরও কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং গুজরাত পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের আংশিক পরিবর্তন করে আদালতে জমা দেয়। সিট-এর পেশ করা চার্জশিট সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করে এবং তদন্তকারী দলের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে।

আদালতে জমা দেওয়া সিট-এর তদন্ত রিপোর্টে দাঙ্গার ঘটনায় শ্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারের জড়িত থাকার কোনও তথ্যপ্রমাণ না মেলায়, শ্রীমতি জাকিয়া জাফরি ৮/৬/২০০৬-এ নতুন অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগে জানান, মুখ্যমন্ত্রী এবং আরও ৬৩ জনের ষড়যন্ত্রে সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং বড় মাপের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজ্যে দাঙ্গা বাধে। এর তিন বছর আগে ২০০৩-এ তিনি নানাবতী কমিশনে এ সব অভিযোগ করেননি। শ্রীমতি জাফরির

অভিযোগের অধিকাংশই অসত্য। তাঁর অভিযোগের মূল বিষয় হল, ২৭/ ২/২০০২-এ গান্ধীনগরে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে প্রয়াত হারিন পান্ডিয়া ও তদনীন্তন পুলিশ সুপার শ্রী সঞ্জীব ভাটের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে হিন্দুদের রোষ বহিঃপ্রকাশের পক্ষে সায় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অফিসারদের ইঙ্গিত দেন। ফোনের রেকর্ড অনুযায়ী প্রয়াত হারিন পান্ডিয়া তখন গান্ধীনগরের বদলে আমেদাবাদে ছিলেন জেনে তিনি (শ্রীমতি জাফরি) বিষয়টি এড়িয়ে যান। বৈঠকে উপস্থিত আট জন পদস্থ সরকারি কর্তাকে জেরা করেছে সিট। তারা নিশ্চিত হয় বৈঠকে সঞ্জীব ভাট হাজির ছিলেন না এবং মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের কোনও মন্তব্য করেননি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সঞ্জীব ভাট তখন আমেদাবাদে ছিলেন। এর কয়েক বছর পর মিথ্যা সাজানো তথ্যে বলা হয় গান্ধীনগরে সম্ভবত তিনি উপস্থিত থেকে কয়েকজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। ২৭/ ১১/২০০৭-এ সুপ্রিম কোর্ট সিট-কে এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেয়। সিট ৬৩ জন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীকে জেরা করে। মুখ্যমন্ত্রীকেও নয় ঘণ্টা জেরা করা হয়। সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ২৪/৪/২০১১-এ সিট সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট পেশ করে এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিটের রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আদালত বন্ধু নিয়োগের দাবি তোলেন। তিনি ২৫/৪/২০১১-এ মতামত জানান। ১২/৪/২০১১-এ সিট-কে সিআরপিসি-র ১৭৩ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। আদালত বন্ধুর রিপোর্ট সংগ্রহের অধিকার রয়েছে। এর পর ম্যাজিস্ট্রেট সব তথ্যপ্রমাণ ও অভিযোগকারীদের আবেদন খতিয়ে দেখেন এবং বিশদভাবে শুনানি শেষে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আনা সব মামলা খারিজ করে ক্লিনচিট দেন। এই রায় সত্যের জয়। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে মুখ্যমন্ত্রীকে ফাঁসানোর চক্রান্ত যে অপরাধ তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

উপরের ঘটনার ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী এনজিও সংস্থাগুলো রাজনৈতিকভাবে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ। তারা সিবিআই, সিট-কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে, আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে, সংবাদমাধ্যমে তাঁর নামে কুৎসা করেছে। কিন্তু সব প্রয়াসই বিফল। এই সাজানো মিথ্যেয় অনেক গলদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। মুষ্ঠিমেয় কিছু সরকারি অফিসার মিথ্যা তথ্য সাজিয়ে কংগ্রেস ও এনজিও-র রাজনৈতিক কৌশল পরিচালনা করেছে। কয়েকটি ওয়েবসাইট স্টিং অপারেশন করে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে।

রাজনৈতিকভাবে শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়ে আরও শক্তিসঞ্চয় করেছেন। মারমুখী জনতা, বিরূপ সংবাদমাধ্যম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এনজিওর মুখোমুখি হয়েও কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। গুজরাত উন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন থেকে তিনি সরে আসেননি এবং আমজনতার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তিনি সফল। আর এই শক্তিই তাঁকে ২০০২, ২০০৭, ২০১২-র রাজ্য নির্বাচনে জয়ী করেছে। শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে সিট-এর ক্লিনচিট

রিপোর্ট আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। কোর্টের রায়ে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে, আর যারা মিথ্যা প্রমাণ সাজিয়েছিল আজ তারা দোষীর আসনে। পক্ষপাতমূলক প্রচারে অমলিন থেকেই শ্রী মোদী ২০১৪-র নির্বাচনী প্রচারে যাবেন। এই পক্ষপাতমূলক প্রচার কখনই আইনত গ্রাহ্য প্রমাণের বিকল্প হতে পারে না।